সম্মানিত
দাঈ, খতীব
ও
উলামায়ে কেরামের
সমীপে তোহফা!
هَدِيَّة
إلى الدعاة والخطباء

সমকালীন প্রেক্ষাপটে দাওয়াতি আলোচনায় অগ্রাধিকারযোগ্য বিষয়াবলী

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه.

أما بعد! فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ ..... {سورة آل عمران: 187}.

সম্মানিত দাঈ, খতীব, ও উলামায়ে কেরামের সমীপে!

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য যিনি মানুষকে ভাষাজ্ঞান ও বাগ্মিতা দান করেছেন, উলামায়ে কেরামকে নবীগণের ওয়ারিস হিসেবে মনোনীত করেছেন, অন্য সবার তুলনায় আলেমদের মর্যাদা বহুগুণ বাড়িয়ে সম্মানিত করেছেন, এবং তাঁদেরই কাঁধে বয়ান এবং তিবয়ানের মতো মহাগুরুত্বপূর্ণ জিম্মাদারী অর্পণ করেছেন।

লক্ষ-কোটি দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধভাষী আরব, যাকে দান করা হয়েছিল ‘জাওয়ামিউল কালিম’ তথা সংক্ষিপ্ত শব্দের সুসমৃদ্ধ অর্থময় বাকশৈলী।

সম্মানিত দাঈ, খতীব ও উলামায়ে কেরাম!

শেষ জামানায় এই ক্রান্তিলগ্নে আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে এই উম্মাহর মুখপাত্র এবং হকের কণ্ঠস্বর বানিয়েছেন। এটা একদিকে যেমন অনেক বড় সৌভাগ্য ও সাআদাত, একইসাথে এটি অনেক বড় দায়িত্ব ও আমানত।

আমাদের সবার সামনেই স্পষ্ট যে, আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় অতিক্রম করছি। আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক উভয় পরিসরেই নানারকম মেরুকরণের মধ্য দিয়ে এক নির্ধারিত অনিবার্য বাস্তবতার পথে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা।

আমরা এমন একটা সময়ে আছি যখন ওই দিকে ফিলিস্তিনে বাইতুল মাকদিস ভেঙ্গে ফেলার সব আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছে, গাজাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে, আর এই দিকে বাবরি মসজিদ ভেঙ্গেই ফেলা হয়েছে। ফিলিস্তিন ও মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে চলছে জায়নিজমের সন্ত্রাস, আর পুরো হিন্দুস্তান জুড়ে চলছে হিন্দুত্ববাদের সন্ত্রাস, ওই দিকে গ্রেটার ইসরাঈল প্রতিষ্ঠার আয়োজন আর এই দিকে অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার আয়োজন।

রোহিঙ্গাদেরকে যেভাবে গণহত্যা এবং গণধর্ষণ করে তাদের ভিটেমাটি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, আসামে ও অন্যান্য মুসলিম জনপদে নাগরিকত্ব সংশোধন আইন (সিএএ) তৈরি করে ইন্ডিয়া সেভাবেই মুসলিমদেরকে বাস্তচ্যুত করার প্রস্তুতি সম্পন্ন করছে।

ভারত বাংলাদেশে শেখ হাসিনার মাধ্যমে রাজনৈতিক অঙ্গনে বর্বর ফ্যাসিজম কায়েম করেছিল, অন্যদিকে প্রথম আলো-ডেইলি স্টারসহ সেক্যুলার-লিবারেল-বামপন্থি ঘরানার মিডিয়া, শিক্ষাব্যবস্থা, এনজিও, বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বসহ হাজার রকমের মাধ্যম ব্যবহার করে এদেশে হিন্দুত্ববাদ প্রভাবিত কালচারাল হেজেমনি (সাংস্কৃতিক আধিপত্য) কায়েম করে রেখেছিল। গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার পতন ঘটলেও এখন পর্যন্ত ভারতপন্থি লিবারেল-সেক্যুলার কালচারাল এস্টাবলিশমেন্ট বহাল তবিয়তেই আছে। ফলে এখন পর্যন্ত ভারতের আধিপত্য নিশ্চিহ্ন হয়নি, হিন্দুত্ববাদ এবং সেক্যুলারিজমের প্রভাবও হ্রাস পায়নি।

ড. গ্রেগরি স্ট্যানটন, জেনোসাইড ওয়াচের প্রতিষ্ঠাতা। প্রায় দুই দশক আগে মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে কর্মরত অবস্থায়, গণহত্যার ওপর করা একটি প্রেসেন্টেইশান তাকে এনে দেয় বিশ্বজোড়া খ্যাতি। 'Ten Stages of Genocide' বা 'গণহত্যার দশ ধাপ' নামের এ উপস্থাপনায় স্ট্যান্টন দেখান কীভাবে পর্যায়ক্রমে, একটি জনগোষ্ঠীর ওপর

চালানো হয় গণহত্যা। তিনি দেখান, কীভাবে পাইকারি খুনের আগে ধাপে ধাপে, হিসেবি পদক্ষেপে মঞ্চ প্রস্তুত করা হয় হত্যাযজ্ঞের জন্যে।

ড. স্ট্যান্টন বলেছেন, 'ভারতে নিশ্চিতভাবেই গণহত্যার প্রস্তুতি চলছে। কাশ্মীর ও আসামে এখন যা চলছে তা হলো পাইকারী হত্যা ও নির্মূলকরণের আগের পর্ব। আর এই নির্মূলকরণকেই আমরা গণহত্যা বলে থাকি।'

ভুলে গেলে চলবে না যে, ভারতের রামরাজ্য এবং অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার প্রকল্পে বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ মুসলিম ভূমিগুলো দখল করা এবং এতদঞ্চলের মুসলিমদেরকে গণহত্যা ও বাস্তচ্যুত করার কর্মসূচিও অন্তর্ভুক্ত।

আমরা সবাই ভয়াবহ অস্তিত্ব সংকটে আছি, ইসলামের কাছে ফিরে যাওয়া ছাড়া, ইসলামকে কেন্দ্র করে একটি ব্যাপক গণজাগরণ ছাড়া এই সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোনো উপায় নেই। তবে এটা একদিকে যেমন অস্তিত্বের সংকট তেমনি নতুন করে জেগে ওঠার হাতছানিও বটে।

তাই আশা নিরাশার দোলাচলে দুলতে থাকা অস্থির ও ঘটনাবহুল এই সময়টাকে আমরা যুগসন্ধিক্ষণ বলে অভিহিত করতে পারি। এটা এমনই এক সময় যখন উম্মাহ প্রবল আঘাতে বিপর্যস্ত, কিন্তু ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয়ে উদ্দীপ্ত।

কারণ, এই উম্মাহর ইতিহাস সাক্ষী, যেখানেই শত্রু এই উম্মাহকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে আগ্রাসন চালিয়েছে, সেখানেই উম্মাহ শত আঘাতে জর্জরিত হয়েও ধ্বংস্তুপের ভেতর থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

এর সূত্র ধরেই আফগানিস্তানে রাশিয়া ও আমেরিকার পরাজয়, শামে রাশিয়া ও রাফেজি ইরানের পরাজয় ইত্যাদির মধ্য দিয়ে দিকে দিকে মুসলমানদের উত্থান ও জাগরণের সূচনা হচ্ছে, কাফের পরাশক্তিগুলো একটু একটু করে পতনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

ঈমান ও কুফরের সংঘাত একটা চূড়ান্ত পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বিজয়ের জন্য প্রস্তুত করে নিচ্ছেন।

তবে এর জন্য অকাতরে জান-মাল কুরবানী করার কোনো বিকল্প নেই। এর জন্য উম্মাহকে প্রস্তুত করার কোনো বিকল্প নেই।

সম্মানিত দাঈ, খতীব ও উলামায়ে কেরাম!

এখানেই আপনাদেরকে বড় প্রয়োজন এই উম্মাহর! আপনারাই তো জাগিয়ে তুলবেন অপ্রস্তুত, ঘুমন্ত উম্মাহকে! সতর্ক করবেন আসন্ন বিপদের ভয়াবহতার ব্যাপারে! প্রস্তুত করবেন সময়ের ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য! পাঠ করে শোনাবেন আগামী বিপ্লবের ঘোষণাপত্র!

ঠিক এই কারণেই এটা একইসঙ্গে আপনাদের জন্য সাআদত ও আমানত, এটা আপনাদের জন্য গুরু দায়িত্ব ও নেয়ামত। বিশেষ করে আপনারাই তো উম্মাহর আস্থার জায়গা। যেখানে হলুদ মিডিয়ার প্রতি দ্বীনদার ও সচেতন মানুষ সামান্য আস্থাও রাখতে পারে না, সেখানে আপনাদের প্রতি তারা গভীর শ্রদ্ধা-ভক্তি ও ভালোবাসা নিয়ে চাতক পাখির মতো নির্দেশনা পাওয়ার জন্য আপনাদের মিম্বার ও মেহরাবের দিকে তাকিয়ে থাকে। সচেতন ও গাফেল সকল মানুষের কাছেই সময়ের সঠিক চিত্র ও করণীয় যথাযথভাবে যথাসময়ে তুলে ধরা আপনাদেরই জিম্মাদারী।
সালাফে সালেহীন বলতেন,

من لم يعرف أحوال زمانه فهو جاهل.

‘যে তার যুগের হাল-হাকীকত সম্পর্কে জানে না সে জাহেল।’

সুতরাং আলেম মাত্রই যুগসচেতন হয়ে থাকেন, সঠিকভাবে তিনি তাঁর সময়কে ধারণ করতে পারেন, সময়ের তাকাজা ও যুগের চাহিদা পূরণ করতে পারেন, সময়ের ডাক

শুনতে এবং সাহসের সাথে সেই ডাকে সাড়া দিতে ব্যর্থ হন না। ‘সময়ের করণীয়’ সঠিকভাবে উম্মাহকে জানিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না।

বর্তমান সময়ে আমাদের এই অঞ্চলে আমাদের কওমের জন্য যে ইস্যুগুলো তুলে ধরা সবচেয়ে বেশি মৌলিক, গুরুত্বপূর্ণ ও গুরুতর হয়ে ওঠেছে, সে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা একটি সহায়ক নির্দেশিকা আপনাদের খেদমতে পেশ করছি। যেন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সকল জায়গায় সর্বস্তরের সম্মানিত ইমাম-খতীব-আলোচকবৃন্দের কাছেও বিষয়গুলো পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয় এবং আমরা যেন সমষ্টিগতভাবে একটি জাগরণের পথে এগিয়ে যেতে পারি।

সম্মানিত দাঈ, খতীব ও উলামায়ে কেরাম!

বর্তমান সময় আপনাদেরকেই ডাকছে! সময়ের ডাকে সাড়া দিয়ে সময়ের জিম্মাদারী আদায়ে আপনাদেরকেই অগ্রসর হতে হবে। অস্তিত্ব সংকটের এই সময়ে উম্মাহর নবজাগরণের ইতিহাস রচনায় আপনাদেরকেই নেতৃত্ব দিতে হবে। আল্লাহ তাআলা আপনাদের সহায় হোন। এই জমিনে দ্বীন ইসলামের জাগরণে আপনাদেরকে কবুল করুন। আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।

আলোচনা সূচি

০১. হিন্দুত্ববাদ ও ভারতীয় আগ্রাসন

০২. এলজিবিটিকিউ আগ্রাসন

০৩. এনজিও আগ্রাসন

০৪. গণতন্ত্র

০৫. মিথ্যা মিডিয়া, মিডিয়া প্রোপাগান্ডা, সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ

০৬. উম্মাহবোধ–মুমিনদের সাথে ভালোবাসা ও মিত্রতা এবং কাফেরদের প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতা

০৭. ফিলিস্তিন, আল-আকসা, শাম

০৮. নির্যাতিত উম্মাহ, কাশ্মীর

০৯. শেষ জামানা, গাযওয়াতুল হিন্দ, শাম, খোরাসান, তায়েফায়ে মানসুরা, ফিতান ও মালাহিম

১০. নারীবাদ

১১. তাওহীদের অর্থ, শর্ত ও দাবি

১২. ঈমান যখন নষ্ট হয়

১৩. সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা

১৪. কমিউনিজম ও মার্কসবাদ

১৫. ভারতবর্ষ ও বাংলার দ্বীনদার সুলতান ও বিপ্লবীদের ইতিহাস এবং ইসলামের ভিত্তিতে বাংলার মুসলিমদের আত্মপরিচয় নির্মাণ

১৬. শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে কুফরি ও বাতিল মতাদর্শের প্রচার-প্রসারঃ আমাদের করণীয়

১৭. কাফেরদের অপপ্রচার বনাম জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর হাকীকত

১৮. ২০২৪ এর জুলাই গণঅভ্যুত্থান ও আমাদের শিক্ষা

০১. হিন্দুত্ববাদ ও ভারতীয় আগ্রাসন

আলোচনার মূল বিষয়বস্তু

• হিন্দুত্ববাদের ইতিহাস। আরএসএস কী?

• অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা

• বাবরি মসজিদ ভাঙ্গা, রামমন্দির নির্মাণ

• ভারতীয় মুসলিমদের নাগরিকত্ব, আসামের মুসলিমদের উপর নির্যাতন

• ইসকন ও সনাতনী জাগরণ মঞ্চসহ বিভিন্ন সংগঠন বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদী আন্দোলন এগিয়ে নিচ্ছে এবং ভারতীয় এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে

• বাংলাদেশে র' এর এজেন্ট কালবেলার সন্তোষ শর্মা

• বাংলাদেশি হিন্দুত্ববাদীরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে–মধুখালীতে পিটিয়ে হত্যা, চট্টগ্রামে আইনজীবী হত্যা, ইসকনের আরও বিভিন্ন অপরাধ (সিলেট, কামরাঙ্গির চর ইত্যাদি)

• ভারতীয় টিভি চ্যানেলে বলা হচ্ছে চট্টগ্রাম দখল করে নিবে। বাংলাদেশে আক্রমণ চালাবে।

• ভারতীয় আগ্রাসনঃ সীমান্তে হত্যা-ফেলানি, অসম বাণিজ্য, পানির ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত করা, বাংলাদেশিদের হয়রানি, আগরতলায় উপ হাইকমিশনে হামলা, ক্রমাগত মিথ্যাচার, পিলখানা হত্যা, দেশে বিভিন্ন নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড, র' এর গুপ্তচরবৃত্তি, বাংলাদেশে ফেন্সিডিলসহ বিভিন্ন নেশাদ্রব্য পাঠানো, বাংলাদেশের মেয়েদের ভারতের পতিতালয়ে পাচার, মুসলিম সেজে বিয়ে করা, আওয়ামী জাহেলিয়াতকে ক্ষমতায় এনে টিকিয়ে রাখা, গুমতন্ত্র ও ফ্যাসিজম প্রতিষ্ঠায় সহায়তা, পতনের পর হাসিনাকে আশ্রয় প্রদান, বিভিন্ন অসম চুক্তি (যেমন আদানির সাথে চুক্তি), পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী দলকে অস্ত্র ও অন্যান্য সহায়তা।

- নেহেরু ডকট্রিন এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে ভারতের আগ্রাসী নীতি। আর এটাই ভারতের সাধারণ পররাষ্ট্র নীতি- যে দলই ইন্ডিয়ার ক্ষমতায় আসুক।

• এ প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতি বার্তাঃ

• **সরকারের প্রতিঃ** ভারতের প্রতি নতজানু নীতি পরিহার, শক্তিশালী কূটনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ, হিন্দুত্ববাদকে জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি ঘোষণা করা, ইসকনসহ বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী সংগঠনকে তদন্তের আওতায় আনা ও শাস্তি দেয়া। চিন্ময়ের মতো অপরাধীদের প্রচলিত আইনে যথোপযুক্ত সাজা প্রদান। বাংলাদেশে ভারতে লক্ষ লক্ষ নাগরিক চাকরি করে, তাদের পাসপোর্ট ও ভিসা ভালোভাবে চেক করা, নজরদারির আওতায় আনা। ভারতের সাথে বাণিজ্যে সমতা আনার চেষ্টা করা, প্রয়োজনে চীন কিংবা অন্য কোনো দেশের সাথে বাণিজ্য বৃদ্ধি। ১৮ এর বেশি সকল মুসলিম পুরুষ নাগরিকের বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। যদি নেপাল, মালদ্বীপের মতো ছোট দেশ ভারতের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিতে পারে তাহলে আমরা পারবো না কেন? ভারতের অপরাধ ও উস্কানির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ তুলে ধরুন।

• ইসলামকে আঁকড়ে ধরুন, তাহলে সাহস পাবেন, দিকনির্দেশনাও পাবেন। ইসলাম ব্যতীত আর কোনো কিছু দিয়ে হিন্দুত্ববাদ ও ভারতীয় আগ্রাসনের মোকাবেলা করা যাবে না।

• **জনগণের প্রতিঃ** হিন্দুত্ববাদ ও ভারতীয় আগ্রাসন আমাদের অস্তিত্বের জন্য হুমকি। বাংলাদেশের অখণ্ডতার জন্য হুমকি। এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক ও সোচ্চার হতে হবে। ইসলাম ব্যাতীত আর কোনো কিছু দিয়ে হিন্দুত্ববাদ ও ভারতীয় আগ্রাসনের মোকাবেলা করা যাবে না। সুতরাং নিজেদের অস্তিত্ব, নিজেদের দ্বীন ও জমিন রক্ষায় ইসলামকে পরিপূর্ণরূপে আঁকড়ে ধরতে হবে।

- সবধরনের অলসতা ও অযোগ্যতা দূর করে বাংলাদেশের প্রতিটি মুসলিম নিজেকে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাস ও ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একজন যোগ্য সৈনিক ও এ্যকটিভিস্ট হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। আরবী ইংরেজিসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে হবে, সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে বাংলাদেশের উপর ভারতের আগ্রাসনের কথা তুলে ধরতে হবে, ভারতীয় মিথ্যা প্রোপাগান্ডার জবাব

দিতে হবে, ভারত জুড়ে মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ ও অন্যান্য সংখ্যালঘু নির্যাতন, মসজিদ ধ্বংস, নারী নির্যাতনের ঘটনাগুলো তুলে ধরতে হবে। জায়নবাদের মতো হিন্দুত্ববাদ এবং নেহেরু ডক্ট্রিনকেও আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিসরে ঘৃণিত ও পরিত্যাজ্য করে তুলতে হবে, বয়কটের মুখে ফেলতে হবে।

- সাধারণ হিন্দুদের ক্ষতি যেন না হয় সে দিকে নজর রাখতে হবে। কেউ যেন মন্দির বা হিন্দুদের ঘর-বাড়িতে হামলা করে পরিস্থিতিতে ঘোলাটে করতে না পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। তবে, আলেম উলামাগণ মন্দির পাহারা দেয়ার মতো কাজেও মুসলমানদেরকে অনুপ্রাণিত করবেন না, সেক্যুলার রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেওয়ার প্রতি উৎসাহিত করার কোনো প্রয়োজন নেই।

• **সাধারণ হিন্দুদের প্রতিঃ** তাদের প্রমাণ দিতে হবে যে, তারা হিন্দুত্ববাদী প্রকল্প সমর্থন করে না, ইসকনের উগ্রবাদ সমর্থন করে না। ইসকন ও হিন্দুত্ববাদীদের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তাদের প্রকাশ্যে অবস্থান নিতে হবে। তাদের প্রমাণ দিতে হবে, তাদের বিশ্বস্ততা কি ভারতের প্রতি? না, বাংলাদেশের প্রতি?
দুঃখজনকভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের দিক থেকে ইসকন ও হিন্দুত্ববাদী প্রকল্প এবং ভারতের উসকানি ও মিথ্যা প্রচারণার বিরুদ্ধে তেমন কোনো অবস্থান নিতে দেখা যাচ্ছে না।

- সাধারণ হিন্দুরা এটাও বুঝতে হবে যে, ভারত বাংলাদেশের সাধারণ হিন্দুদের কোনো উপকার করে না। তারা ফেলানীকে যেমন হত্যা করেছে তেমনি স্বর্ণা দাসকেও সীমান্তে হত্যা করেছে। তাই বাংলাদেশের হিন্দুরাও ভারতের জুলুম ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে যেমন নেপালের হিন্দুরা হয়েছে।
- অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠা হলে বাংলাদেশের সাধারণ হিন্দুরা বাংলাদেশে যেসব সুবিধা পায়, ভারতের জাত-পাত প্রথার কারণে সেই সব সুবিধা হারিয়ে সামাজিক বৈষম্যের শিকার হবে।

• **হিন্দুত্ববাদের নেতাদের প্রতিঃ** মুহাম্মাদ বিন কাসিম, বখতিয়ার খিলজী, হযরত শাহজালাল, শরীয়াতুল্লাহ ও তিতুমীরের উত্তরসূরি– আওরঙ্গজেবকে স্মরণ করো। তোমরা অখণ্ড ভারতের কথা বলো, আমরা তোমাদের নির্যাতন, নিপীড়ন ও আগ্রাসন প্রতিরোধকল্পে গাযওয়ায়ে হিন্দের সুখবর দিচ্ছি।

• **ভারতের প্রতিঃ** প্রতিবেশী হিসেবে বাংলাদেশকে সম্মান ও মর্যাদা দিতে হবে। ভারতের সাধারণ মানুষের প্রতি আমাদের কোনো ক্ষোভ নেই বা সংঘাত নেই। আমরা আমাদের ঈমান ও পরিচয় নিয়ে মাথা উচু করে বাঁচতে চাই। ভারত যদি একের পর এক নাশকতা, হিন্দুত্ববাদী বিভিন্ন গ্রুপ ও শেখ হাসিনার পৃষ্ঠপোষকতা চালিয়ে যায়, ভারতীয় উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা যদি জুলুম-নির্যাতন ও একের পর এক উসকানিমূলক কাজ চালিয়ে যায় তাহলে এতে দিন শেষে তাদেরই ক্ষতি হবে। মাজলুম জনতা ভারতের আগ্রাসন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে অবশ্যই রুখে দাঁড়াবে ইনশাআল্লাহ।

আলোচনা তৈরি করতে যা দেখা যেতে পারেঃ

১। বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদী প্রকল্প-১ (fatwaa.org)

https://bit.ly/hinduttobad

২। বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদী প্রকল্প-২(fatwaa.org)

https://tinyurl.com/hinduttobad2

৩। হিন্দুস্থান ক্রমাগত ধ্বংসের পথে...(fatwaa.org)

https://tinyurl.com/dhonsho1

০২. এলজিবিটিকিউ আগ্রাসন

আলোচনার মূল বিষয়বস্তু

• পশ্চিমা বিশ্ব, এনজিও, এবং মিডিয়া জগত বাংলাদেশের সমাজে বিকৃত যৌনতার প্রচলন ঘটাতে চাচ্ছে।

• তাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য একে আইনী বৈধতা দেয়া, এবং শিক্ষা ব্যবস্থা ও মিডিয়ার মাধ্যমে স্বাভাবিক করে ফেলা এবং রাষ্ট্রীয় মদদ ও পৃষ্ঠপোষকতায় সর্বস্তরে এর প্রচার ও প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা।

• জাতিসঙ্ঘসহ আন্তর্জাতিক নানা সংস্থা এবং পশ্চিমা বিশ্ব একে স্বাভাবিক হিসেবে তুলে ধরতে চাচ্ছে মানবাধিকারের নামে।

• অর্থায়ন ও কৌশল আসছে পশ্চিম থেকে, বাস্তবায়ন করছে দেশীয় এনজিও।

• মিডিয়া ও সাংস্কৃতিক জগত প্রচারণা চালাচ্ছে।

• কওমে লূতের ঘটনা।

• ইসলামের অবস্থান।

• আমরা এ বিকৃতির বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান না নিলে, আমরাও শাস্তির আওতায় পড়ে যেতে পারি।

আলোচনা তৈরি করতে যা দেখা যেতে পারেঃ

১। অবক্ষয়কাল- আসিফ আদনান (ইলম হাউজ পাবলিকেশন)

https://tinyurl.com/obukkhoikal

২। ট্রান্সজেন্ডার: রংধনু সন্ত্রাস–ড. ইয়াদ কুনাইবী (পেনফিল্ড পাবলিকেশন)

https://tinyurl.com/rondhonu

০৩. লিবারেল মতাদর্শে পরিচালিত এনজিও আগ্রাসন

আলোচনার মূল বিষয়বস্তু

- এনজিওরা পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার।
- নব্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি।
- এনজিওরা নারীবাদের প্রসারের পেছনে কাজ করছে।
- কাজ করছে অপসংস্কৃতি প্রচারের পেছনে।
- কাজ করছে সমকামিতার প্রসারের পেছনে।
- এনজিওদের চক্রান্তে পাঠ্যবইয়ে অশ্লীলতা, যৌনতা, সমকামিতা।
- ব্র্যাকের নানা কুকীর্তি।
- এনজিও আগ্রাসন রুখতে হলে নিজেরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে।
- সমাজের অভাবী মানুষদেরকে আমরা সাহায্য করি না বলেই এনজিওরা তাদের কবজা করার সুযোগ পায়।
- নিজেরা বিভিন্ন সেবামূলক সংস্থা গড়ে তোলা। ছোট পরিসরে হলেও বিভিন্ন সেবামূলক ও সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- গরীব দুঃখী মানুষের প্রতি আমাদের কর্তব্যের ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষা ও নির্দেশনা তুলে ধরা।

আলোচনা তৈরি করতে যা দেখা যেতে পারেঃ

১। এনজিওঃ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আপডেট ভার্সন– মাসিক মুঈনুল ইসলামে প্রকাশিত প্রবন্ধ। (mueenulislam.com)

https://tinyurl.com/ngoagrashon

২। বাংলাদেশে এলজিবিটি এজেন্ডার নেপথ্যে কারা? (chintaporadh.com)

https://tinyurl.com/lqagrashon5

০৪. গণতন্ত্র

আলোচনার মূল বিষয়বস্তু

• গণতন্ত্র বর্তমানে প্রচলিত অন্যতম শক্তিশালী কুফরী মতবাদ।

• আগেকার যুগে কাবার সামনে ৩৬০টি মূর্তি ছিল, এখনও মূর্তি আছে তবে এগুলো হলো মতবাদের মূর্তি। আর এই মূর্তিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়গুলোর একটি হলো গণতন্ত্র।

• গণতন্ত্র মূলত একটি স্বতন্ত্র দ্বীন। ইসলাম একটি দ্বীন যা বলে, আল্লাহ সার্বভৌম, আল্লাহ শ্রেষ্ঠ বিচারক, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তাই আইন। গণতন্ত্র বলে, জনগণ সার্বভৌম, জনগণ চূড়ান্ত বিচারক, জনগণের যা ঠিক করবে তাই আইন।

• ইসলাম বলে, আইন দিবেন আল্লাহ, গণতন্ত্র বলে, জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে মানুষ এমপি হবে। এমপি হয়ে সংসদে গিয়ে আইন বানাবে। এভাবে ইসলামে যা হারাম তারা সেটিকে হালাল করে (মদ, সুদ, যিনা), যা হালাল সেটিকে হারাম করে (জিহাদ, ১৮ বছরের নিচে বিয়ে,), নতুন আইন প্রনয়ন করে, আল্লাহর বিধানকে বাতিল করে (যিনার শাস্তি দোররা বা রজম, মানুষের বানানো আইনে শাস্তি নেই)। এগুলো সবই কুফর, ও ক্ষেত্রবিশেষে শিরক।

• ইসলাম বলে, আল্লাহর আইন চলবে। গণতন্ত্র আপনার উপর মানুষের বানানো আইন চাপিয়ে দিবে। মানুষের আইনের কাছে বিচার চাইতে বাধ্য করবে।

• ইসলামী গণতন্ত্র বলে কিছু নাই। আপনি গণতন্ত্রের মাধ্যমে সরকার গঠন করলে কিংবা এমপি হয়ে সংসদে গেলে আপনাকে উপর্যুক্ত কাজগুলোই (আল্লাহর আইন ব্যাতীত অন্য আইনে শাসন, তাশরীহ, ইস্তিহলাল, তাহাকুম) করতে হবে।

• গণতন্ত্র দিয়ে কোনো দিন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। আলজেরিয়া, মিশর, তিউনিশিয়াতে এগুলো দিয়ে ইসলামী শাসন আনার পরিকল্পনা ছিল, কী অর্জন? ক্ষমতায় যাবার পর অভ্যুত্থান করে হটানো হয়েছে (আলজেরিয়া, মিশর)। ***তিউনিশিয়াতে

ক্ষমতায় যাবার আগেই ঘোষণা দিয়ে ইসলামের কথা বাদ দিয়েছে, তবুও শেষ পর্যন্ত সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে।

• গণতন্ত্রের পথে চলতে গিয়ে ইসলামী দলগুলো সেক্যুলারিজম দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গেছে। কোনো কোনো দল প্রায় পুরোমাত্রায় সেক্যুলার হয়ে গেছে (যেমন তিউনিসিয়ায় রাশেদ ঘানুশির দল আন নাহদাহ পার্টি)। আগে ইসলামী গণতান্ত্রিক দলগুলো ইকামতে দ্বীনের কথা বলতো, এখন বলছে আধুনিক জাতিরাষ্ট্র এবং কল্যাণ রাষ্ট্রের কথা।

• দলীলের ভুল বুঝ এবং তাবিলের মাধ্যমে যেসব ইসলামী দল গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের কর্মপন্থা দিয়ে ইসলামী শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত হবে না, এই কর্মপন্থাকে সঠিক মনে করা যাবে না, কিন্তু তাঁদেরকে তাকফীর করা মারাত্মক রকমের বাড়াবাড়ি, তাঁদেরকে আমরা শত্রু মনে করি না, বরং ভাই মনে করে কল্যাণ কামনা হিসেবে ভুল কর্মপদ্ধতির সমালোচনা তুলে ধরি। বৈধ বিষয়ে তাঁদেরকে সমর্থন ও সহযোগিতা করি।

• বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বর্তমান হালাতে সরাসরি যুদ্ধ আরম্ভ করা মুনাসিব না হলেও এর দ্বারা গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ করার বৈধতা প্রমাণিত হয় না। বরং দ্বীন কায়েমের কর্মীরা অন্যান্য জিহাদের ভূমিকে সাধ্যমতো নুসরত করবে আর এদেশে তাওহীদের আদর্শকে মূল ভিত্তি বানিয়ে দাওয়াতী কাজ, সামাজিক আন্দোলন, বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ড, সাংস্কৃতিক তৎপরতা, সেবামূলক কার্যক্রম, মিডিয়া এ্যাক্টিভিটি ইত্যাদির মাধ্যমে এই ভূমিকে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করবে।

• আল্লাহর আইন আনতে হবে ইসলামী বিপ্লব সংগ্রামের মাধ্যমে। লড়াই করে আনতে হবে।

আলোচনা তৈরি করতে যা দেখা যেতে পারেঃ

১। ইসলাম প্রতিষ্ঠা: সমকালীন ভাবনায় সৃষ্ট ভ্রান্তির নিরসন- ড. ইয়াদ কুনাইবী, (শব্দতরু)

https://tinyurl.com/somokal

https://boimate.com/islam-protistha-pdf/

২।গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে উলামায়ে দেওবন্দ, মাওলানা ইব্রাহিম হুসাইন- (darulilm.org)

https://tinyurl.com/gonothronto

৩। তালেবানের চিন্তাধারার মৌলিক ভিত্তি, শাইখ আব্দুল ওয়াহহাব কাবুলি (gazwah.net)

https://tinyurl.com/chinthadhara

https://archive.org/details/TalibanerChintaDhara

০৫. মিথ্যা মিডিয়া, মিডিয়া প্রোপাগান্ডা, সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ

আলোচনার মূল বিষয়বস্তু

- বাংলাদেশে ইসলাম বিদ্বেষের অন্যতম স্তম্ভ হলো মিডিয়া।
- বাংলাদেশের মিডিয়া ও সংস্কৃতি অঙ্গন ভারতপ্রেমী।
- এদের রয়েছে আমাদের সমাজে একচেটিয়া সাংস্কৃতিক আধিপত্য।

• এই আধিপত্যের কারণে বাংলাদেশের মুসলমানরা সংখ্যার দিক থেকে সংখ্যাগুরু কিন্তু সাংস্কৃতিকভাবে সংখ্যালঘু।

• আমাদের মিডিয়া চালায় সেক্যুলাররা। ওদের নাম শুনলে মনে হবে মুসলিম কিন্তু তারা সেক্যুলারিজমের ধর্ম অনুসরণ করে।

• একারণে ইসলাম ধর্মের সকল কিছুকেই তারা সূক্ষ্মভাবে আক্রমণ করে। নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করে।

• উদাহরণ– ০৫ই মের ঘটনার পর লিখেছে 'হেফাযতের তাণ্ডব' আর চট্টগ্রামে হিন্দুত্ববাদীরা কুপিয়ে একজন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীকে মেরে ফেলেছে, এটাকে লিখেছে 'পুলিশের সাথে সংঘর্ষ, আইনজীবী নিহত'

• মুফতী কাজী ইবরাহীম গ্রেফতার হবার পর এক মিডিয়া লিখেছে, 'কথিত বক্তা কাজী ইবরাহীম' আর শাহরিয়ার কবির গ্রেফতার হবার পর লিখেছে, 'বিশিষ্ট সাহিত্যিক, গবেষক ও বুদ্ধিজীবী শাহরিয়ার কবির'

• যুবক ছেলে নামায পড়ে, সিগারেট খায় না, মেয়েদের দিকে খারাপ দৃষ্টিতে তাকায় না, একে উপস্থাপন করেছে জঙ্গিবাদের লক্ষণ হিসেবে।

• ইসলামের আদর্শ এবং মুসলিমদের স্বার্থ নিয়ে যখনই কেউ রাস্তায় নামে বা কর্মসূচি দেয়, তাদেরকে বলা হয় মৌলবাদী বা উগ্রবাদী।

• এর ফলে যা হয়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিজাব-নিকাব, দাড়ি-টুপির কারণে হয়রানি

• কর্মক্ষেত্রে হয়রানি

• মুসলিমরা ইসলামের জায়গা থেকে সমাজে কথা বলতে সংকোচবোধ করে

• এছাড়া মিডিয়া অশালীনতা, পরিবার বিরোধী, সমাজ বিরোধী, ঈমান বিরোধী প্রচারণা চালায়

• ফিলিস্তিনে চলমান গণহত্যাকে তাচ্ছিল্য করে কোকাকোলার অ্যাড

• সমকামিতার পক্ষে নাটক, ট্রান্সজেন্ডারের পক্ষে নাটক

• যিনা-ব্যভিচার-পরকীয়ার স্বাভাবিকীকরণ

• ক্রমাগত মিডিয়া এগুলো চালিয়ে যায়।

• এবং এদের মধ্যে অপতৎপরতায় সবচেয়ে বেশি এগিয়ে আছে প্রথম আলো-ডেইলি স্টার, ৭১ এর মতো কিছু মিডিয়া।
• বাংলার মুসলিম ঈমান, আমল ও অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে ইসলাম বিরোধী মিডিয়ার সাংস্কৃতিক আধিপত্য ভেঙ্গে দিতে হবে।

আলোচনা তৈরির জন্য যা দেখা যেতে পারে-

১। What Is To Be Done- আসিফ আদনান (chintaporadh.com)

https://tinyurl.com/tobedone2

২। সেক্যুলারদের কালচারাল হেজেমনি ভাঙ্গা কেন আবশ্যক- আসিফ আদনান (chintaporadh.com)

https://tinyurl.com/hegimone

০৬. উম্মাহবোধ: মুমিনদের সাথে ভালোবাসা ও মিত্রতা আর কাফেরদের প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতা

আলোচনার মূল বিষয়বস্তু

• আল-ওয়ালা ওয়াল বারা এর অর্থ, তাৎপর্য ও গুরুত্ব।
• কুরআন থেকে উদাহরণ, সীরাত থেকে উদাহরণ, ইসলামী ইতিহাস থেকে উদাহরণ দিয়ে বিষয়গুলোকে সুস্পষ্ট করা।

• আধুনিক জীবন থেকে বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে জাতীয়তাবাদের কুপ্রভাব তুলে ধরা। (জাতীয়তাবাদ নিয়ে উন্মাদনা, ফুটবল দল বা ক্রিকেট দল নিয়ে উন্মাদনা, এলাকা ভিত্তিক মারামারি বা শ্রেষ্ঠত্বের বোধ এগুলো সবই ওয়ালা-বারা এর উদাহরণ, কিন্তু এগুলো জাহেলি বিষয়ে। আল্লাহর রাহে নয়)।

• আল-ওয়ালা ওয়াল বারা মানে কাফের-মুশরিকদের উপর আমরা জুলুম করবো, তাদের জমি-জমা আত্মসাৎ করবো কিংবা তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করবো এমন না।

• ভাষাগত কিংবা ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে আত্মপরিচয় নির্মাণ করা, জাতিরাষ্ট্র তৈরি করা, উম্মাহকে বিভক্ত করা ঘৃণ্য জাহেলি কাজ। এটা ইসলামে সুস্পষ্ট হারাম এবং মুসলিম উম্মাহর বিভক্তি, দুর্বলতা ও অধঃপতনের অন্যতম কারণ। সবধরনের জাতীয়তাবাদী জাহেলী মতাদর্শ ছুঁড়ে ফেলে ইসলামের ভিত্তিতে আত্মপরিচয় নির্মাণ করতে হবে এবং ইসলামকেই ঐক্যের মূলভিত্তি বানাতে হবে।

• নির্যাতিত উম্মাহর ব্যাপারে আমাদের চিন্তা করতে হবে বিশেষ করে ফিলিস্তিন, শাম, উইঘুর ও কাশ্মীরের মুসলিমদের জন্য। সাধ্যমতো তাদেরকে সাহায্য করতে হবে।

• মুজাহিদদের জন্য দোয়া করতে হবে, কারণ তারাই নির্যাতিত উম্মাহর প্রতিরক্ষায় এগিয়ে এসেছেন।

• ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, সিরিয়াসহ নির্যাতিত মুসলিমদের গল্প বলতে হবে যেন মানুষের মনে মুসলিম উম্মাহর প্রতি মমত্ববোধ এবং দায়িত্ববোধ তৈরি হয় আর নির্যাতনকারী কাফেরদের প্রতি সহজাত ঘৃণা সৃষ্টি হয়।

আলোচনা তৈরি করতে যা দেখা যেতে পারেঃ

১।মুসলিম অমুসলিম সম্পর্ক: সীমারেখা ও বিধি-বিধান- মুফতি উবাইদুর রহমান অনুবাদ, আব্দুল্লাহ বিন বশীর (চেতনা প্রকাশন)

https://tinyurl.com/somporko-bidhan

২। কাশগড় কত না অশ্রুজল, এনামুল হোসাইন, (ইলম হাউজ পাবলিকেশন)

https://tinyurl.com/kashghorr

৩। আত্মপরিচয়ের সংকট- ইফতেখার সিফাত, (সিজদাহ পাবলিকেশন)

https://tinyurl.com/attoporicoy

০৭. ফিলিস্তিন, আল-আকসা, শাম

আলোচনার মূল বিষয়বস্তু

- ফিলিস্তিনের উপরের জুলুমের বর্ণনা।
- মসজিদুল আকসার বিশেষ মর্যাদা।
- জায়নবাদী আন্দোলন।
- জায়নবাদী আন্দোলন আসলে বৃহত্তর ইসরাঈল প্রতিষ্ঠা করতে চায়।
- ইহুদীরা যে মসীহের অপেক্ষা করছে তা হলো আল-মসীহ আদ-দাজ্জাল।
- ইসরাঈল ও জায়নবাদী আন্দোলন টিকে আছে আমেরিকার কারণে, আমেরিকা হলো সাপের মাথা।
- মালহামা, আল-মাহদী, দাজ্জাল ও ঈসা আলাইহিস সালাম।
- শামবাসীর মর্যাদা। বর্তমান সিরিয়া প্রাচীন বৃহত্তম শামের অন্তর্ভুক্ত।
- ফিলিস্তিন মুক্ত করার অগ্রবর্তী বাহিনী, মালহামার অগ্রবর্তী বাহিনী শামে তৈরি হবে।

আলোচনা তৈরি করতে যা দেখা যেতে পারেঃ

১। তুফানুল আকসা: উলামাদের মূল্যায়ন ও একটি বিশ্লেষণ- শায়খ আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদী (fatwaa.org)

https://tinyurl.com/Aksa12

২। বাইতুল মাকদিসের আশে পাশে কিয়ামত পর্যন্ত হকের উপর অটল থেকে একদল মুমিন জিহাদ করবে- এ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ এবং শামের ফাজায়েল এবং মালাহিম সম্পর্কিত হাদীসসমূহ।

https://tinyurl.com/fitan66

https://tinyurl.com/hadith4

০৮. নির্যাতিত উম্মাহ, কাশ্মীর

আলোচনার মূল বিষয়বস্তু

- কাশ্মীর হলো উপমহাদেশের গাজা।
- আমরা ফিলিস্তিনের গাজা নিয়ে খবর রাখি কিন্তু কাশ্মীর নিয়ে বেখবর, এটি সঠিক না
- কাশ্মীরকে নিয়ে চিন্তা করা, কাশ্মীরের আযাদির জন্য সহযোগিতা করা আমাদের দায়িত্ব।
- কাশ্মীরে ভারতের আগ্রাসন ও জুলুমের ইতিহাস।
- কাশ্মীর মুক্ত হবে জিহাদের মাধ্যমে
- পাকিস্তানের গাদ্দারি

আলোচনা তৈরি করতে সহায়ক কিছু বই ও প্রবন্ধ

১। ফিলিস্তিন ও কাশ্মীর: একই দুর্ভোগের পুনরাবৃত্তি (gazwah.net)

https://tinyurl.com/ekidurvug

২। আয়না: কাশ্মীরের স্বাধীনতার প্রতিচ্ছবি- আফজাল গুরু, (প্রজন্ম পাবলিকেশন)

https://tinyurl.com/inkashmir

৩। কাশ্মীরে মুসলিম বোনদের উপর নির্যাতনের একটি চিত্র(alfirdaws.org)

https://tinyurl.com/childasifa

০৯. শেষ জামানা, গাযওয়াতুল হিন্দ, শাম, খোরাসান, তায়েফায়ে মানসুরা, ফিতান ও মালাহিম

আলোচনার মূল বিষয়বস্তু

- আমরা দুনিয়ার ইতিহাসের বিশেষ একটা সময়ে আছি, যেটাকে যুগসন্ধিক্ষণ বলা যায়। খেলাফতের পতনের অনেক বছর পার হয়ে যাওয়ার পর আফগানিস্তানে রাশিয়া ও আমেরিকার পরাজয়, শামে রাশিয়া ও রাফেজি ইরানের পরাজয় ইত্যাদির মধ্য দিয়ে দিকে দিকে মুসলমানদের উত্থান ও জাগরণের সূচনা হচ্ছে, কাফের পরাশক্তিগুলো একটু একটু করে পতনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ঈমান ও কুফরের সংঘাত একটা চূড়ান্ত পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ আমাদেরকে বিজয়ের

জন্য প্রস্তুত করে নিচ্ছেন। তবে এর জন্য জান-মাল কুরবানী করার কোনো বিকল্প নেই।

- শেষ জামানার আলামতগুলো প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। খোরাসান তথা আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন, সিরিয়াসহ শামের বিভিন্ন অংশে মুজাহিদরা জেগে ওঠেছেন।
- এই উম্মাহর মাঝে সর্বদা একদল লোক হকের উপর অটল থেকে লড়াই করতে থাকবেন। তাঁরাই হবে তায়েফায়ে মানসুরা। তাঁরাই ধারাবাহিক জিহাদের মাধ্যমে উম্মাহকে একটু একটু করে বিজয়ের পথে নিয়ে যাবেন, ইমাম মাহদীর জন্য পথ তৈরি করবেন, তাঁরাই ইরাক, শাম, হিন্দুস্তানসহ সব জায়গা থেকে ইমাম মাহদীর সঙ্গী হবেন বি ইজনিল্লাহ। শেষ জামানায় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ হলো- বাইতুল মাকদিস ও সিরিয়াসহ শামের বিভিন্ন অংশের জিহাদ, হিন্দুস্তানের গাযওয়াতুল হিন্দ, খোরাসানের জিহাদ ইত্যাদি। আল্লাহ যখন কোনো কিছু ইচ্ছা করেন তখন সেটার উপায় উপকরণ ও প্রেক্ষাপট তৈরি করে দেন, বিভিন্ন আলামত দেখলে আমরা বুঝব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই উম্মাহকে মুক্তি ও বিজয়ের প্রেক্ষাপটের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, তাই তন্ত্র-মন্ত্র ছেড়ে তায়েফায়ে মানসুরার পথ অনুসরণ করাই আমাদের কর্তব্য।
- আমরা এমন একটা সময়ে আছি যখন ওইদিকে ফিলিস্তিনে বাইতুল মাকদিস ভেঙ্গে ফেলার সব আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছে, আর এইদিকে বাবরি মসজিদ ভেঙ্গেই ফেলা হয়েছে। ফিলিস্তিন ও মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে চলছে জায়নিজমের সন্ত্রাস, আর পুরো হিন্দুস্তান জুড়ে চলছে হিন্দুত্ববাদের সন্ত্রাস, ওইদিকে গ্রেটার ইসরাঈল প্রতিষ্ঠার আয়োজন আর এইদিকে অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার আয়োজন।
- ফিলিস্তিনিরা জিহাদ ছেড়ে দিলেও ইহুদীরা তাদের উৎখাত করবেই, তেমনি আমরা চুপ করে বসে থাকলেই হিন্দুরা আমাদের অস্তিত্ব চিরতরে মুছে দিবেই...তাই গাযওয়াতুল হিন্দের জন্য প্রস্তুত হওয়া ছাড়া আমাদের বিকল্প কোনো উপায়ই নেই.....গাজার জন্য, কাশ্মীরের জন্য, শাম ও হিন্দের কোটি কোটি বাস্তচ্যুত ও

নির্যাতিত মুসলিমদের জন্য প্রতিরোধে আমাদের নামতে হবেই, এটা আমাদের উপর ফরয। এই ফরয আদায় না করলে আমাদের অস্তিত্বের লেশমাত্রও বাকি থাকবে না আগ্রাসী জায়নিজম কিংবা হিন্দুত্ববাদের সামনে।

- বিঃদ্রঃ ফিতান ও মালাহিম সম্পর্কে জাল ও অগ্রহণযোগ্য হাদীসের ভিত্তিতে আলোচনা না করা। স্বাভাবিক ব্যাখ্যার বাইরে গিয়ে অগ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা না করা। সম্ভাব্য বিষয়গুলোতে সুনিশ্চিতভাবে কোনো অবস্থান গ্রহণ না করা। হাদীসে যেসব ভবিষ্যতবাণীর ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সন তারিখ উল্লেখ করা হয়নি সেগুলোতে নিজের মতো করে নির্দিষ্ট সন তারিখ উল্লেখ না করা।

আলোচনা তৈরি করতে যা দেখা যেতে পারেঃ

১। সহীহ মানহাজের বিপ্লবী কাফেলার অবিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব ও তায়েফায়ে মানসুরাহ-আবু উমারা হাসসান আল হানাফি। (fatwaa.org)

https://tinyurl.com/sothikdol

২। মালহামার জন্য কি আপনি প্রস্তুত? শায়খ আবু নাওয়ার রহিমাহুল্লাহ।

https://tinyurl.com/malahim5

৩। কুতুবে সিত্তাহসহ নির্ভরযোগ্য হাদীসগ্রন্থগুলোর কিতাবুল ফিতান ওয়াল মালাহিমের হাদীস ও তার শরাহ।

১০. নারীবাদ

আলোচনার মূল বিষয়বস্তু

• নারীবাদ একটি নব্য জাহেলি মতাদর্শ

• নারীবাদের প্রচলিত ইতিহাস বনাম প্রকৃত বাস্তবতা

• নারীবাদ মূলত নারী ও পুরুষের সহজাত ভূমিকার বিরোধিতা করে

• আখিরাতে মুক্তি এবং দুনিয়ায় সুস্থ ও সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠায় পরিবার ব্যবস্থা অপরিহার্য কিন্তু নারীবাদী মতাদর্শ পরিবার ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করে।

• নারীবাদী মতাদর্শ যিনা, বহুগামিতা ও সমকামিতাসহ বহু যৌন বিকৃতির প্রসার ঘটায়।

• নারীবাদ বর্তমানে পুঁজিবাদের হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহৃত হয় এবং নারী স্বাধীনতার নামে নারীকে পণ্যে পরিণত করে।

• গর্ভপাতের স্বাধীনতার নামে নারীবাদ ভ্রূণ হত্যা ও শিশু হত্যার বৈধতা দেয় এবং সমাজে পিতৃপরিচয়হীন শিশু তৈরি করে।

• বাংলাদেশে নারীবাদের প্রভাব ও মোকাবেলার উপায়।

• আমাদের মা-বোনদেরকে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং উম্মুল মুমিনীন ও নারী সাহাবীদের আদর্শে গড়ে তোলার অপরিহার্যতা।

- মেয়ে সন্তানদেরকে সেক্যুলারদের রচিত দূষিত সাহিত্য-সংস্কৃতি বর্জন করে সুস্থ সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে বেড়ে ওঠার ব্যবস্থা করা।

আলোচনা তৈরি করতে যা দেখা যেতে পারেঃ

১।একজন নারীবাদীর জবানবন্দীতে নারীবাদের আর্তনাদ- উম্মে খালিদ (সিজদাহ পাবলিকেশন)

https://tinyurl.com/shikarukti6

২।নব্য জাহেলিয়াতের মূর্তি : নারীবাদ- হামজা আবদুর রহমান। (fatwaa.org)

https://tinyurl.com/nobbojaheliyat

১১. তাওহীদের অর্থ, শর্ত ও দাবি

আলোচনার মূল বিষয়বস্তু

- তাওহীদের তাৎপর্য, তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক বিভিন্ন আধুনিক বিষয় এবং আইন ও বিধান দানের একমাত্র অধিকার আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা।
- তাওহীদের জন্য যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কেরাম ও সাহাবায়ে কেরামের কুরবানী, আসহাবুল কাহাফের কুরবানী, সূরা বুরুজে বর্ণিত মুমিনদের কুরবানী, ফেরাউনের জাদুকরদের ঈমান আনয়ন, তাগুত বর্জন ও কুরবানীর গল্পগুলো আলোচনা করা।

আলোচনা তৈরি করতে যা দেখা যেতে পারেঃ

১। তাওহীদের কালেমা, শায়খ হারিস বিন গাজী আন-নাযযারি (রুহামা পাবলিকেশন)

https://tinyurl.com/ekottobad

https://tinyurl.com/bookshop9

২। আল-উবুদিয়্যাহ- ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা রহিমাহুল্লাহ, অনুবাদ- দাসত্বের মহিমা, (মাকতাবাতুল বায়ান)

https://tinyurl.com/tawhid77

৩। তাওহীদ ও ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত কুরআন-সুন্নাহর নুসুসগুলোর তাফসীর ও শরাহ।

১২. ঈমান যখন নষ্ট হয়

আলোচনার মূল বিষয়বস্তু

ঈমান ভঙ্গের বিভিন্ন কারণ, বিশেষ করে ঈমান ভঙ্গের বিভিন্ন আধুনিক কারণ
আধুনিক ইরতিদাদ

আলোচনা তৈরি করতে যা দেখা যেতে পারেঃ

এ সংক্রান্ত বেশ কিছু বই আছে। যেকোনো বই। তবে আধুনিক ইরতিদাদগুলোর দিকে অধিক ফোকাস করা জরুরি।

১। ঈমান-কুফর- মাওলানা সাইদ আহমাদ (চেতনা প্রকাশন)

https://tinyurl.com/kfriman6

২। মাওলানা উবাইদুর রহমানের- ইবকারুল আফকার ফি উসুলিল ইকফার, বাংলা অনুবাদঃ কুফর ও তাকফীর- মাওলানা আলী হাসান উসামা। (কালান্তর প্রকাশনী)

https://tinyurl.com/shimalonggon

৩। মুফতী শফী রহিমাহুল্লাহর লেখা- ঈমান আওর কুফর কুরআন কি রৌশনি মে (উর্দু) (ইদারাতুল মাআরিফ করাচি)

https://tinyurl.com/imnkfr9

১৩. সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা

আলোচনার মূল বিষয়বস্তু

• সেক্যুলারিজম বর্তমানে প্রচলিত অন্যতম শক্তিশালী কুফরী মতবাদ।

• আগেকার যুগে কাবার সামনে ৩৬০টি মূর্তি ছিল, এখনও মূর্তি আছে তবে এগুলো হলো মতবাদের মূর্তি। আর এই মূর্তিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়গুলোর একটি হলো সেক্যুলারিজম।

• সেক্যুলারিজম মূলত একটি স্বতন্ত্র দ্বীন। যা মনে করে সমাজ কীভাবে চলবে, রাষ্ট্র কীভাবে চলবে, আদালত কীভাবে চলবে– এসব ক্ষেত্রে আল্লাহ কী বলেছেন, তা দেখার প্রয়োজন নেই (নাউযুবিল্লাহ)। মানুষ কী বলেছে, তাই দেখতে হবে। পশ্চিমাদের বানানো মতবাদ আর তত্ত্ব অনুসরণ করতে হবে।

• আজকে অনেক মানুষ না বুঝেই সেক্যুলার। মসজিদে এসে নামায পড়ে, কিন্তু শাসনের সময় মনে করে আল্লাহর আইনে শাসন করা যাবে না, গায়রুল্লাহর আইনে শাসন করতে হবে। অন্যান্য উদাহরণ, মুয়ামালাত, আইন-আদালত, পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি।

• সেক্যুলারিজম ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক– তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহ

• সূরা তাওবার ৩১ নম্বর আয়াত সামনে রেখে আদি ইবনে হাতেম রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসসহ বিভিন্ন নসের আলোকে বিষয়টি উপস্থাপন করা।

• আমাদের এই ভূমিতে গত ৮০ বছরে নানা পরিবর্তন ঘটেছে ১৯৪৭, ১৯৬৯, ১৯৭১, ১৯৯০, ২০২৪ – কিন্তু শান্তি আসেনি, মুক্তি আসেনি। কারণ আমরা বারবার গায়রুল্লাহর আইনের কাছেই ধর্না দিয়েছি। আমাদের মুক্তি আসবে যখন আমরা গায়রুল্লাহর আইন বাদ দিয়ে আল্লাহর আইনের কাছে ফিরে যাবো।

• আমাদের সমাজে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো– আমরা কি আল্লাহর আইন বেছে নেবো? নাকি গায়রুল্লাহর আইন বেছে নেবো?

• আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা হবে সশস্ত্র ইসলামী বিপ্লব বা জিহাদের মাধ্যমে, গণতন্ত্র কিংবা অন্য কোনো পন্থায় সেক্যুলারিজমকে উৎখাত করে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করা কোনো দিনই সম্ভব হবে না।

আলোচনা তৈরি করতে যা দেখা যেতে পারেঃ

১। ধর্মনিরপেক্ষতা, সংবিধান ও ইসলাম- মুফতী আবুল হাসান মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ (মাসিক আল-কাউসার)

https://tinyurl.com/niropekkhota

২।ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও ইসলাম- ড. হাম্মাদ বিন মানি আল জুহানি। অনুবাদ-নুরুল্লাহ তারীফ (islamhouse.com)

https://tinyurl.com/sonshod9

১৪. কমিউনিজম ও মার্কসবাদ

আলোচনার মূল বিষয়বস্তু

- বাংলাদেশে বামপন্থা সবসময়েই বিষফোঁড়া আকারে হাজির ছিল। শাহবাগ আন্দোলনের অন্যতম চালিকা শক্তিও ছিল বামপন্থীরা। এরপর শাহবাগের হাকীকত অধিকাংশ মানুষের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর কিছুটা কোণঠাসা থাকলেও এবার জুলাই আন্দোলনের পর আবার নতুন করে হাজির হয়েছে। দেয়ালে দেয়ালে প্রচুর পরিমাণ গ্রাফিতি করে নিজেদের বামপন্থা প্রভাবিত সেক্যুলার আদর্শ ছড়িয়ে দিচ্ছে। তরুণ ও কিশোরদেরকে টার্গেট করে ব্যপক সাংগঠনিক ও সাংস্কৃতিক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। বামপন্থীদের মতাদর্শ শরয়ী দলীল ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে খণ্ডন করা।

- বামপন্থীদের একটা বড় অংশ যে ইসলাম বিদ্বেষী, ভারতপন্থী এবং হিন্দুত্ববাদ দ্বারা প্রভাবিত সেটা তুলে ধরা। প্রথম আলোর মতিউর রহমান, ডেইলি স্টারের মাহফুজ আনাম, হাসানুল হক ইনু, রাশেদ খান মেনন, শাতেমে রাসূল আসিফ মহিউদ্দিন, অমি পিয়ালসহ অনেকেই যে জাসদ-সিপিবি-ছাত্র ইউনিয়ন কিংবা কোনো বামপন্থি সংগঠনের নেতা, কর্মী কিংবা বামপন্থা দ্বারা অনুপ্রাণিত সেটা স্পষ্ট করা।
- ফরহাদ মজহারের মতো আস্তিক বামপন্থীরাও যে কড়া সেক্যুলার এবং ইসলামের বিকৃত ব্যাখ্যা করে থাকে সেটা স্পষ্ট করা।

আলোচনা তৈরির জন্য যা দেখা যেতে পারেঃ

১। লাল কর্কট-(কমিউনিজম বিষয়ক গবেষণামূলক গ্রন্থ) শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ, অনুবাদ-আব্দুস সাত্তার আইনী, (মাকতাবাতুল ইসলাম)

https://tinyurl.com/redsonthras

https://tinyurl.com/redway6

১৫. ভারতবর্ষ ও বাংলার দ্বীনদার সুলতান ও বিপ্লবীদের ইতিহাস এবং ইসলামের ভিত্তিতে বাংলার মুসলিমদের আত্মপরিচয় নির্মাণ

আলোচনার মূল বিষয়বস্তু

- সুলতান আওরঙ্গজেব, শেরশাহ সুরীসহ ভারতবর্ষের দ্বীনদার ন্যায়পরায়ণ শাসকদের ইতিহাস তুলে ধরা।
- বাংলার স্বাধীন মুসলিম সুলতানদের জীবনী ও তাঁদের সালতানাতে বাঙ্গালার স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য তুলে ধরা।
- ইসলামী সালতানাতের অধীনে গোটা ভারতের মুসলিম-অমুসলিম সকলেই ইনসাফ ও অধিকার সহকারে উত্তমভাবে জীবন যাপন করতো, সে ইতিহাস ফুটিয়ে তোলা। হিন্দুত্ববাদ নয়, বরং ইসলামী জীবন ব্যবস্থাই সকলের জন্য ইনসাফ, নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করতে পারে এ কথা বুঝানো।
- সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী, তিতুমীরসহ ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের আদর্শ দ্বারা এই অঞ্চলের মানুষকে অনুপ্রাণিত করা।

আলোচনা তৈরি করতে যা দেখা যেতে পারেঃ

১। সিন্ধু থেকে বঙ্গ– মাওলানা মনজুরুল হক, (চেতনা প্রকাশন)

https://tinyurl.com/bangla4

২। সুলতান আওরঙ্গজেব আলমগির- ফাহাদ আব্দুল্লাহ (কালান্তর প্রকাশনী)

https://tinyurl.com/badshah8

৩। সীরাতে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ- আবুল হাসান আলী নদভী (ইসলামী ফাউণ্ডেশন)

https://tinyurl.com/jiboni44

https://tinyurl.com/jindegi5

১৬. শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন কুফরি ও বাতিল মতাদর্শের প্রচার-প্রসার

আলোচনার মূল বিষয়বস্তু

- সন্তান আমাদের কাছে অনেক বড় আআনত, তাদেরকে দ্বীনে শিক্ষা দেয়া এবং এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা আমাদের উপর ফরয।
- সেক্যুলার রাষ্ট্রের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় ঈমান ও চরিত্র বিধ্বংসী বিভিন্ন মতবাদ শিক্ষা দেয়া হয়, এগুলোর থেকে আমাদের সন্তানদেরকে সচেতন করা ও বাঁচিয়ে রাখা জরুরি।
- এলজিবিটিকিউ বা এ ধরনের জঘন্য মতবাদ পাঠ্যপুস্তকে ঢুকানোর উদ্যোগ নেওয়া হলে প্রতিবাদ করে রুখে দেওয়া জরুরি। আন্দোলন এবং এ্যাক্টিভিজমের মাধ্যমে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করা জরুরি।
- কোনো অবস্থাতেই একটা সেক্যুলার রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যাবস্থা একজন মুসলিমের জন্য প্রয়োজনীয় দ্বীনি শিক্ষা নিশ্চিত করে না, তা কখনোই ইসলাম বিরোধী মতাদর্শের প্রভাব থেকে পুরোপুরি খালি হয় না। তাই অনলাইনে-অফলাইনে বিকল্প মাধ্যমে

বিশুদ্ধ দ্বীন শিক্ষা করা জরুরি। সচেতন আলেম উলামা ও দাঈদের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক রাখা জরুরি।

- জেনারেল ভাইদের জন্য মানসম্পন্ন দ্বীনি শিক্ষাকেন্দ্র তৈরিতে আলেমদেরকে আরও বেশি এগিয়ে আসতে হবে এবং জেনারেল ভাইদেরকে এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করতে হবে।

আলোচনা তৈরি করার জন্য সহায়ক কিছু প্রবন্ধ ও আলোচনা-

১। পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা ২০২৪ (আল-কুরআনের দারস কর্তৃক প্রণীত)

https://tinyurl.com/patthoboi

২। পাঠ্যপুস্তক প্রসঙ্গে শায়খ আহমাদুল্লাহ, ডাক্তার মেহেদি হাসানসহ আলেম উলামা ও এ্যাক্টিভিস্টদের বিভিন্ন আলোচনা।

১৭. কাফেরদের অপপ্রচার বনাম জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর হাকীকত

আলোচনার মূল বিষয়বস্তু

০১. জিহাদ মূলত রহমত, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে পুরো বিশ্ববাসীর জন্যই রহমত। সমাজে সন্ত্রাসী দমন করলে যেমন এর সুফল সমাজের মুসলিম-অমুসলিম সবাই ভোগ করে তেমনি বিশ্বজুড়ে সবচেয়ে জঘন্য জালেম এবং সন্ত্রাসীদের দমন করার মাধ্যমে ইসলাম সকল ধর্মের শান্তিপ্রিয় মানুষের জন্যই শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

০২. মুসলিমরা যদি জিহাদ নাও করতো তবু কাফেরদের একটা বড় অংশ ফিতনা, ফাসাদ ও সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম চালিয়েই যেত। এতে মুসলিমরা শুধু একাই গণহত্যার শিকার হতে থাকতো

এমন নয়, বরং অন্যান্য ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মজলুম মানুষেরাও গণহত্যা ও ধংসযজ্ঞের শিকার হত। মসজিদের পাশাপাশি গীর্জা, সন্ন্যাসীদের আশ্রম ও উপাসনালয়সহ সবকিছুই ধংসযজ্ঞের শিকার হত, পুরো পৃথিবীই ফিতনা-ফাসাদে ভরে যেত।

সূরা বাকারার ২৫১ নম্বর আয়াত এবং সূরা হজের ৪০ নম্বর আয়াতের আলোকে বিষয়গুলো সুন্দরভাবে তুলে ধরা।

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. سورة البقرة: 251

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. سورة الحج: 40

০৩. একমাত্র ইসলামই যুদ্ধের জন্য অসংখ্য মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। যেমন, নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করা যাবে না, কেউ যুদ্ধ থেকে দূরে থাকার ঘোষণা দিয়ে উপাসনালয়ে নিজেকে আবদ্ধ রাখলে তাকে হত্যা করা হবে না ইত্যাদি। এভাবেই ইসলাম জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহকে অত্যন্ত মানবিক ও যৌক্তিক রূপ দিয়েছে। যার মাধ্যমে শুধু অপরাধীদেরকেই দমন করা হয়, আর মজলুমের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। অন্যান্য ধর্মে ও মতবাদে এ ধরনের সাজানো গোছানো মূলনীতিই নেই। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় জেনেভা কনভেনশনের মতো কিছু মূলনীতি থাকলেও সেটা অনেক ক্ষেত্রেই শুধু আইওয়াশের জন্যই রাখা হয়। কাফের পরাশক্তিগুলো কখনোই সেসব মূলনীতি মানেনি, মানবেও না। বরং আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে যেমনটা বলেছেন, তারা সবসময় তেমনটাই করেছে। নির্বিচারে নারী-শিশু-বৃদ্ধদের হত্যা করেছে, মসজিদ-মন্দির-গির্জা ধ্বংস করেছে। একমাত্র মুসলিমরা ছাড়া কেউই যুদ্ধের মূলনীতি মানে না, মানবেও না। তাই জিহাদ সন্ত্রাস নয়, বরং পশ্চিমাদের যুদ্ধগুলোই সন্ত্রাস।

০৪. পশ্চিমারা সবসময় গণহত্যা চালায়, ধর্ষণ করে, গণহারে মসজিদ-মন্দির-গির্জা ধ্বংস করে এরপরও তারা নিজেদেরকে মানবতাবাদী বলে দাবি করে। অন্যদিকে মুসলিমরা মূলনীতি মেনে জিহাদ করলে, এসব সন্ত্রাসীকে দমন করলে তারা মুসলিমদের এই বৈধ লড়াইকে সন্ত্রাসবাদ বলে।

০৫. ইসলামে কুকুর-বিড়ালের মতো প্রাণীকেও একদম জাতিগতভাবে নিধন করে বিলুপ্ত করে দেওয়া নিষেধ। অথচ পশ্চিমারা ও অন্য কুফফাররা বহুবার জাতিগত গণহত্যা ও জেনোসাইড চালিয়েছে।

বন্দীদেরকে নির্যাতন ও ধর্ষণ করেছে। নারী-শিশুদেরকে পর্যন্ত নিঃশেষ করে দিয়েছে। গাজায় বর্তমান গণহত্যা এর চাক্ষুস প্রমাণ।

আমেরিকার আসল আদিবাসী যারা ছিল রেড ইন্ডিয়ান, তাদেরকে ইউরোপ থেকে আসা পশ্চিমারা জাতিগতভাবে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। অস্ট্রেলিয়াতেও তারা একই কাজ করেছে। গাজায়, ইরাকে, আফগানিস্তানে, কাশ্মীরে, সব জায়গায় ওরা একই কাজ করেছে।

০৬. জিহাদ তথা সশস্ত্র সংগ্রামই হলো ভূমি প্রতিরক্ষা করার একমাত্র পথ। যে জাতি যুদ্ধ-জিহাদের পথ অবলম্বন করেনি কিংবা করতে পারেনি, তাদেরকে নিজেদের ভিটেমাটি থেকে জাতিগতভাবে উচ্ছেদ করা হয়েছে, বাস্তুচ্যুতির শিকার হতে হয়েছে। তাদের ভূমি ভিন্ন আদর্শের লোকদের দ্বারা দখলদারিত্ব ও উপনিবেশের শিকার হতে হয়েছে।

রেড ইন্ডিয়ানরা এবং অস্ট্রেলিয়ান আদিবাসীরা প্রতিরোধ না করার কারণে পুরো আমেরিকার ভূমিও হারিয়েছে, জাতিগতভাবে গণহত্যারও শিকার হয়েছে।

রোহিঙ্গারাও আরাকানের ভূমি থেকে জাতিগতভাবে বাস্তুচ্যুতির শিকার হয়েছে। একমাত্র যুদ্ধের মাধ্যমেই তাদের জন্য আবার হারানো ভিটেমাটি ফেরত পাওয়া সম্ভব হতে পারে।

যখন জিহাদ ছিল না তখন আফগান ভূমি কাফেরের দ্বারা দখলদারিত্বের শিকার হয়েছে, আবার জিহাদের মাধ্যমেই এই ভূমি পুনরুদ্ধার হয়েছে।

শামেও প্রথম লক্ষ লক্ষ সিরিয়ান বাস্তুচ্যুত হয়েছে, এলাকাগুলো কাফেরদের দখলে চলে গেছে, পরবর্তীতে জিহাদের মাধ্যমে হারানো ভূমি ফিরে এসেছে এবং বাস্তুচ্যুত সিরিয়ানরা ফেরত আসতে শুরু করেছেন। ফিলিস্তিনে যখন প্রতিরোধ ছড়িয়ে পড়েনি তখন অধিকাংশ ভূমি ইহুদীদের হাতে চলে গেছে, আর এখন গাজা কিংবা পশ্চিম তীরের যতটুকু ভূমি টিকে আছে সেটুকু যুদ্ধের বদৌলতেই টিকে আছে। আসামে, কাশ্মীরে এবং হিন্দুস্তানের মুসলিম এলাকাগুলো থেকে আবারো সকল মুসলিমকে রোহিঙ্গাদের মতো গণহত্যা ও উচ্ছেদ করার আয়োজন চলছে। নিজেদের ভিটেমাটি ও অধিকার রক্ষার জন্য প্রতিরোধ করা তাদের পবিত্র দায়িত্ব, এটা সন্ত্রাসবাদ হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

০৭. জিহাদ যেহেতু রহমত এবং মুসলিমরা যেহেতু মূলনীতি মেনে শুধু অপরাধীদের থেকে জমিনকে পবিত্র করে, অন্যান্য ধর্ম ও মতাদর্শের জুলুমতন্ত্র উৎখাত করে ইসলামের ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা

করে, সে জন্যই অতীতে বহু কাফের জাতিও ইসলামী খেলাফতের কাছে তাদের অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সাহায্য চেয়েছে কিংবা মুসলিমদের বিজয়ে খুশি হয়েছে ও স্বাগত জানিয়েছে।

সিন্ধুর অমুসলিমরা মুহাম্মাদ বিন কাসিমের বিজয়ে উল্লাস করেছেন, তাঁর মৃত্যুতে শোকাহত হয়েছেন। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হিমস বিজয়ের পর মুসলিমদের সুন্দর চরিত্র দেখে হিমসবাসী মুসলমান হয়ে যায়। অত্যাচারী গৌড় গোবিন্দের বিরুদ্ধে শাহজালাল ইয়ামানী রহিমাহুল্লাহর বিজয়ে বাংলার মানুষ আনন্দিত হয়েছে এবং স্বাগত জানিয়েছে। এভাবেই যুগে যুগে জিহাদ সবার জন্যই রহমতরূপে হাজির হয়েছে।

আলোচনা তৈরি করার জন্য যা দেখা যেতে পারে-

সাইয়িদ কুতুব রহিমাহুল্লাহর 'আগামী বিপ্লবের ঘোষণাপত্র' বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়।

https://tinyurl.com/biplob33

https://tinyurl.com/agamir88

১৮. ২০২৪ এর জুলাই গণঅভ্যুত্থান ও আমাদের শিক্ষা

আলোচনার মূল বিষয়বস্তু

০১. কোনো জালিমের ক্ষমতাই চিরস্থায়ী নয়, আল্লাহ যখন চান তখনই যে কাউকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারেন। বহুবার এমন হয়েছে, যখন সবাই ভাবছিল অমুক তাগুতের পতন সম্ভব না, তখনই আল্লাহ তাআলা তার পতন ঘটিয়ে সবার জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাই একজন মুসলমানের জন্য কোনো অবস্থাতেই কোনো স্বৈরাচারের পক্ষে থাকার সুযোগ নেই। মুসলিম সর্বদাই জালিম ও জুলুমের বিরুদ্ধে থাকবে, মুসলিম সর্বদাই কাফের ও কুফরের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করবে।

আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না, আল্লাহর কুদরত থেকে আস্থা হারানো যাবে না, ভয়ে কিংবা প্রলোভনে সংগ্রাম ও বিপ্লবের পথ ছেড়ে দেওয়া যাবে না।

০২. জুলাই গণঅভ্যুত্থানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো, নিজস্ব আদর্শের উপর তরবিয়তপ্রাপ্ত বিপ্লবী বাহিনী ছাড়া এবং সশস্ত্র লড়াই ছাড়া কোনোদিনই বিপ্লব করা যাবে না। সর্বোচ্চ শাসকের পতন হবে, কিন্তু সিস্টেম পরিবর্তন হবে না। দ্বীন কায়েম হবে না।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে প্রায় দুই হাজার মানুষ জীবন দিয়েছেন, ২৫ হাজারের উপরে আহত হয়েছেন, অথচ আগের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সংবিধান পরিবর্তন করা তো দূরের কথা, হাসিনার নিয়োগ দেওয়া প্রেসিডেন্ট চুপ্পুকেও সরানো সম্ভব হয়নি। আওয়ামী লীগকেও নিষিদ্ধ করা সম্ভব হয়নি।

কোথাও গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে রেজিমের পতন ঘটলেও সেনাবাহিনী, বিচার বিভাগ, আমলাতন্ত্র, গোয়েন্দা সংস্থা, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও বুর্জোয়া শ্রেণি, মিডিয়া ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণিসহ সবকিছু বা বেশির ভাগ আগের মতোই থাকে। ফলে অভ্যুত্থানের পর নতুন যারা ক্ষমতায় আসে তারা আগের সিস্টেমে চলতে বাধ্য থাকে, সিস্টেম পাল্টানোর চেষ্টা করলে সেনাবাহিনী কিংবা জুডিশিয়ারি মিশরের মুহাম্মদ মুরসির মতো পতন ঘটিয়ে দেয়, এমনকি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দিয়ে দেয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাহতে আমরা দেখতে পাই, তিনি প্রথমে দাওয়াতের মাধ্যমে মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের সমন্বয়ে একনিষ্ঠ আদর্শের অনুসারী একটি মজবুত বাহিনী তৈরি করেন, যারা মদীনা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইসলামের প্রতিরক্ষায় জান দিতে প্রস্তুত ছিলেন। এরপর বাইআতে আকাবায় বাইআত গ্রহণ, পরবর্তীতে মদীনায় হিজরত, বাহিনী গঠন ও অসংখ্য জিহাদের মাধ্যমে মদীনাকে একটি সুদৃঢ় ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ইসলাম ও মুসলিমদের সুরক্ষা নিশ্চিত করেন।

এ যুগেও আমরা দেখেছি, আফগানিস্তানের উলামা-তুলাবা ও দ্বীনদার শ্রেণি দাওয়াত ও জিহাদের নববী পদ্ধতি অবলম্বনের কারণেই বর্তমান বিশ্বের দুই দুটি সুপার পাওয়ারকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করতে সক্ষম হন এবং তাঁদের পক্ষে পূর্বের ঘুণেধরা রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে পূর্ণাঙ্গ শরিয়া বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। যা দাওয়াত ও জিহাদের পদ্ধতি অবলম্বন না করলে কিছুতেই সম্ভব ছিল না।

০৩. এর আগে হাসিনার বিরুদ্ধে বিভিন্ন আন্দোলন হলেও কোনোটাই সফল হয়নি, কারণ কোনোটাই চব্বিশের এই জুলাই অভ্যুত্থানের মতো এত বিস্তৃত পরিসর ও জনসমর্থন লাভ করেনি, এবং সকল শ্রেণি পেশায় বিস্তৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। এখান থেকেই বোঝা যায় বিপ্লবের জন্য, দ্বীন কায়েমের জন্য ব্যাপক দাওয়াহ ও জনসমর্থন কতটা জরুরি।

০৪. জুলাই গণঅভ্যুত্থান দ্বীনের দাঈদের জন্য আগের তুলনায় ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করেছে। নির্যাতন-নিপীড়ন আগের তুলনায় কমেছে। তাই আমাদের সবার কর্তব্য, পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার মাধ্যমে এই নেয়ামতের যথাযথ কদর করা।

০৫. জুলাই গণঅভ্যুত্থান যেহেতু জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের বিজয়, এর মাধ্যমে জুলুমের তীব্রতা কমেছে, তাই আমরা একে সমর্থন করেছি এবং করি। তবে এটাই আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। কেননা পূর্ণ এখনও বিজয় আসেনি। এখনও ভারতীয় আধিপত্যবাদ নিঃশেষ হয়নি। তাছাড়া বর্তমানে এদেশের উপর মার্কিন প্রভাব দিন দিন বাড়ছে। সুতরাং পূর্ণাঙ্গ বিজয় লাভ ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীন কায়েম না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হাসিল হবে না।

০৬. ধর্ম উপদেষ্টা হিসেবে একজন আলেমকে নিয়োগ দেওয়ার পরও দেখা গেছে তিনি উল্লেখযোগ্য তেমন কোনও পরিবর্তন আনতে পারছেন না। উল্টো সেক্যুলার রাষ্ট্র হওয়ায় তাকেও হিন্দুদের পূজায় যেতে হয়েছে। সেক্যুলার ব্যবস্থায় অংশ নিয়ে তিনি সিস্টেম পরিবর্তন করতে পারেননি, বরং তার নিজেকেই পরিবর্তন করে সেক্যুলার সিস্টেমের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছে। এ থেকেই বোঝ যায়, সশস্ত্র লড়াই যদি না থাকে তাহলে গণঅভ্যুত্থানের মতো এত শক্তিশালী প্রক্রিয়াতেও সিস্টেম পরিবর্তন হয় না। তাহলে নির্বাচন, ভোটাভুটি, কিছু আসনে মন্ত্রী এমপি হওয়ার মাধ্যমে দ্বীন কায়েম হওয়া তো আরও অসম্ভব।

০৭. যারা এ অভ্যুত্থানে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তাদের অন্যতম হলেন, এ দেশের আলেম উলামা ও মাদরাসার ছাত্ররা। আশির উপর আলেম ও তালিবুল ইলম শহীদ হয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে সকল ফায়েদা লুটে নিচ্ছে সেক্যুলাররা। অভ্যুত্থানের পর আর আলেমদের মূল্যায়ন করা হয়নি। শরীয়ত কায়েম করা তো বহু দূরের কথা, সংবিধানে মুসলিমদের জন্য ইতিবাচক পরিবর্তনও খুব বেশি করা হয়নি।

০৮. এই অভ্যুত্থানের আইকনিক শহীদ আবু সাঈদ এলজিবিটিকিউ বিকৃতির বিপক্ষে লেখালেখি করতেন। শহীদ হওয়া আলেম-তালিবুল ইলমসহ প্রায় সব আন্দোলনকারীই এসবের বিরুদ্ধে ছিলেন। অথচ সলিমুল্লাহ খান, সামিনা লুৎফাসহ একশ্রেণির বুদ্ধিজীবী (যারা আগে হাসিনার ল্যাসপেন্সার ছিল, হেফাজত গণহত্যায় ইন্ধন যুগিয়েছিল, হাসিনা পতনের সামান্য আগে ওর বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল) এরা শহীদ ও আহতদের রক্তের সাথে গাদ্দারী করে সমকামিতা ও ট্রান্সজেন্ডারিজমকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করছে। কোনোভাবেই এসব অপচেষ্টা মেনে নেওয়া হবে না। সুতরাং আমাদের সবসময় এই শ্লোগান মনের ভেতর গেঁথে রাখতে হবে- 'আমার দ্বীন, আমার জমিন, আমারই জিম্মাদারী আমানত' 'আমিই হবো তার ধারক ও সংরক্ষক'।

জুলাই গণঅভ্যুত্থান নিয়ে আলোচনা তৈরির জন্য যা পাঠ করা যেতে পারে,

'২৪ এর গণঅভ্যুত্থান: স্মৃতিচারণ ও ইতিহাস'—আব্দুল্লাহ আল-মাসউদ

https://tinyurl.com/julyov

https://tinyurl.com/andulon4

https://tinyurl.com/histroy7

সম্মানিত দাঈ, খতীব, ও উলামায়ে কেরামের সমীপে তোহফা!

هدية
إلى الدعاة والخطباء